তারাবীহ সালাতের রাকাত: একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

[Bengali – বাংলা – بنغالي]

প্রফেসর ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

অনুবাদ

প্রফেসর ড. মো: আব্দুল কাদের

مبادرة رعاية المجتمع، تونغي، غازيبور
Community Welfare Initiative, Tongi, Gazipur-1700
Mobile : +88 01575 547999, Email : info@cwibd.com

صلاة التراويح: أصلها وعدد ركعاتها

(باللغة البنغالية)

الأستاذ د/ أبو بكر محمد زكريا

ترجمة

الأستاذ د/ محمد عبد القادر

مبادرة رعاية المجتمع، تونغي، غازيبور
Community Welfare Initiative, Tongi, Gazipur-1700
Mobile : +88 01575 547999, Email : info@cwibd.com

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা............

"তারাবীহ সালাতের রাকাত: একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ" গ্রন্থটিতে তারাবীহ সালাতের রাকাত সংখ্যা সংক্রান্ত মতবিরোধ ও বিভিন্ন দলীলের তুলনামূলক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়েছে। এতে তারাবীহ সালাতের নামকরণ, বিধান, রমাদ্বানের কিয়ামুল লাইল, তাহাজ্জুদের সালাতের পার্থক্য এবং সাহাবায়ে কেরামের আমল সম্পর্কে দলীলভিত্তিক আলোচনা করা হয়েছে। বইটি ৮, ২০ ও ৩৬ রাকাতের দলীলসমূহ বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করে, পাশাপাশি বিভিন্ন ফিকহি মতামতের মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করা হয়েছে। গবেষণাধর্মী এই গ্রন্থটি তারাবীহ সালাতে সঠিক অনুশীলন বুঝতে আগ্রহী পাঠকদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সূচিপত্র

ক্র	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
১	ভূমিকা	
২	তারাবীহ’র অর্থ ও নামকরণের তাৎপর্য	
৩	তারাবীহ’র সালাত, রমাদ্বানের কিয়াম ও তাহাজ্জুদের সালাতের পার্থক্য	
৪	তারাবীহ’র সালাতের বিধান	
৫	রমাদ্বানে কিয়ামুল লাইলের রাকাত সংখ্যা	
৬	প্রথম মতের দলীল	
৭	দ্বিতীয় মতের দলীল	
৮	হাদীসে মারফু	
৯	আছার (সাহাবীদের বর্ণনা)	
১০	প্রথম আছার: উমার রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত	
১১	দ্বিতীয় আছার: উবাই ইবন কাব রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু বর্ণিত	
১২	তৃতীয় আছার: ইবন মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত	
১৩	চতুর্থ আছার: আলী রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত	
১৪	পঞ্চম আছার: সুয়াইদ ইবন গাফলাহ রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত	
১৫	তৃতীয় মতের দলীল	

ভূমিকা

শরীয়তের মূল হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর নিকট হতে যা নিয়ে এসেছেন। আর নবীর যুগই হলো শরীয়তের যুগ। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُواْۚ﴾ [الحشر: ٧]

“তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূল যা নিয়ে এসেছেন তা আঁকড়ে ধর এবং যা হতে নিষেধ করেছেন তা হতে বিরত থাক।” [সূরা আল-হাশর: ৭]

এছাড়াও অন্যত্র এসেছে,

﴿لَّقَدۡ كَانَ لَكُمۡ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسۡوَةٌ حَسَنَةٞ﴾ [الاحزاب: ٢١]

“তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ।” [সূরা আল-আহযাব: ২১]

নবীর যুগের সাথে শরীয়তের মূল উৎস হিসেবে খুলাফায়ে রাশেদার যুগও সংশ্লিষ্ট। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي»

“তোমাদের জন্য আমার সুন্নত এবং আমার পরবর্তী সৎপথপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নতকে আঁকড়ে ধরা আবশ্যক।”[১]

---

(১) ইমাম বুখারী, জামে‘ সহীহ (রিয়াদ: দারুস সালাম, ১৯৮৫ খ্রি.), হাদীস নং ৩৭; ইমাম মুসলিম, সহীহ (বৈরুত: দারু এহইয়াউত তুরাছিল আরাবী), তাহকীক: মুহাম্মাদ ফুয়াদ আব্দুল বাকী, হাদীস নং ৭৫৯।

তারাবীহ যদিও রমাদ্বানের সাথে সংশ্লিষ্ট, তবুও এটি সাধারণভাবে কিয়ামুল লাইল বা রাত্রি জাগরণের সাথে সংশ্লিষ্ট। সাধারণভাবে রাত্রি জাগরণ ও বিশেষ করে রমাদ্বানের তারাবীহ সম্পর্কে অনেক দলীল রয়েছে। রাত্রে তাহাজ্জুদ পড়া সম্পর্কে এসেছে—

﴿وَمِنَ ٱلَّيۡلِ فَتَهَجَّدۡ بِهِۦ نَافِلَةٗ لَّكَ﴾ [الاسراء: ٧٩]

“আর রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদ আদায় করুন, এটা আপনার জন্য অতিরিক্ত।” [সূরা আল-ইসরা: ৭৯]

আরও বলা হয়েছে,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلۡمُزَّمِّلُ ١ قُمِ ٱلَّيۡلَ إِلَّا قَلِيلٗا ٢﴾ [المزمل: ١، ٢]

“হে বস্ত্রাবৃত! রাতে সালাতে দাঁড়ান, কিছু অংশ ছাড়া।” [সূরা আল-মুজ্জাম্মিল: ১-২]

আর নির্দিষ্ট করে রমাদ্বানে রাত্রি জাগরণ মূলত যদিও সাধারণ কিয়ামুল লাইলের চেয়ে সময়ের দিক থেকে নির্দিষ্ট, তবে তা নির্দেশ প্রদানের দিক থেকে ‘আম; কেননা এ ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে এবং অনেক সাওয়াব রয়েছে বলে প্রমাণিত হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»

“যে ব্যক্তি রমাদ্বানের রাতে ঈমানসহ পুণ্যের আশায় রাত জেগে ইবাদত

করে, তার পূর্বের গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়।"[২]

এ কথা সুস্পষ্ট যে, শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত তারাবীহ'র রাকাত সংখ্যা জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়; কেননা এ ক্ষেত্রে অনেক মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছে, এমনকি অনেকে মতবিরোধের ক্ষেত্রে শরীয়তের সীমালঙ্ঘন করেছে। প্রত্যেক দল তাদের মতের ব্যাপারে হয়েছে অবিচল ও অন্ধ; কেউই হক ও সঠিক বিষয় উপলব্ধি করতে চায় না। তাই বিষয়টি বিভিন্ন দলীল-প্রমাণাদির সাহায্যে সুস্পষ্ট করার প্রয়োজনবোধ করছি, যেন বিষয়টির একটি সমাধান করা সম্ভব হয়।

(২) ইমাম বুখারী, জামে সহীহ (রিয়াদ দারুস সালাম, ১৯৮৫ খ্রি.), হাদীস নং ৩৭; ইমাম মুসলিম, সহীহ (বৈরুত, দারু ইহইয়াউত তুরাছিল আরাবী), তাহকীক: মুহাম্মাদ ফুয়াদ আব্দুল বাকী, হাদীস নং ৭৫৯।

তারাবীহ'র অর্থ ও নামকরণের তাৎপর্য

তারাবীহ শব্দটি বহুবচন, একবচনে تَرْوِيحَةٌ মূলে শব্দটি মাসদার। কেউ কেউ বলে মূলত তারবীহা تَرْوِيحَةٌ বৈঠক বা বসাকে বুঝায়।[৩]

ইবনুল আসীর বলেন, تَرَاوِيْح শব্দটি تَرْوِيحَةٌ এর বহুবচন। আর এটি رَاحَةٌ থেকে تفعيلة ওযনে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন تَسْلِيمَةٌ শব্দটি سَلَامٌ থেকে এসেছে।[৪]

পরিভাষায়, এটি এমন এক সালাত যা রমাদ্বান মাসে ইশার সালাতের পর পড়া হয়[৫] অথবা বলা হয়, রমাদ্বান মাসে দুই দুই রাকাত সালাত আদায়

CWI

(৩) কসেম ইবন আবদুল্লাহ ইবন আমীর আলী আল-কুনুনী, আনিসুল ফুকাহা ফী তারিফাতিল আলফামিল মুতাদাওয়ালাহ বাইনাল ফুকাহা (জিদ্দা: দারুল ওফা, প্রথম সংস্করণ ১৪০৬), তাহকীক: ড. আহমদ ইবন আবদুর রাজ্জাক আল-কাবীসী, পৃ. ১০৭।

(৪) আবু সা'আদাত মুবারক ইবন মুহাম্মাদ আল জাযরী, আন নিহায়াহ ফী গারীবিল হাদীস ওয়াল আছার, (বৈরুত: আল মাকতাবুল ইলমিয়াহ, ১৩৯৯ হিজরী, ১৯৭৯ খ্রি.) তাহকীক: তাহের আহমদ আযযাওয়ী, মাহমুদ মুহাম্মাদ আত-তানাহী (২/৬৫৮); আয-যাবীদী, তাজুল উরুস (বেনগাজী: দারু লিবিয়া, তা. বি), খ. ১, পৃ. ১৬০৪।

(৫) সাদী আবু যাইব, আল কামুসূল ফিকহী (বৈরুত: দারুল ফিকর, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৪০৮ হি., ঈ. ১৫৫)।

করা, যার রাকাত সংখ্যা সম্পর্কে ফকীহগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে এবং অন্যান্য মাসআলা সম্পর্কেও।[৬]

মূলত একে তারাবীহ বলা হয়, যেহেতু এর দ্বারা শান্তি বা প্রশান্তি চাওয়া হয়। কেননা চার রাকাত সালাতের পর মুসল্লিগণ বিশ্রাম নেন।[৭] অথবা প্রত্যেক দু' রাকাত পর।[৮]

ফাইয়্যুমী বলেন, বিশ্রাম কষ্ট ও ক্লান্তিকে দূর করে—আর তারাবীহ'র সালাত رَاحَةٌ থেকে নির্গত হয়েছে; কেননা এক تَرْوِيحَةٌ চার রাকাতে। আর মুসল্লিগণ চার রাকাতের পর বিশ্রাম নেন।[৯]

বলা হয়ে থাকে, এ সালাতটি দীর্ঘ এবং এতে প্রত্যেক চার রাকাত পর মুসল্লিগণ বিশ্রাম নেয় বিধায় একে তারাবীহ বলা হয়।[১০]

CWI

(৬) আল-মাওসুয়াতিল ফিকহিয়্যা আল কুয়েতিয়্যা (কুয়েত: ওযারাতুশ শুইনিল ইসলামীয়্যাহ ওয়াল আওকাফ) মাদ্দাহ: صلاة التراويح (২৭/১০২)।

(৭) আনিসুল ফুকাহা, পৃ. ১০৭।

(৮) ইবনুল আসীর, আন নিহায়াহ ফি গারীবিল হাদীস (২/৬৫৮)।

(৯) আহমদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আলী আল-মাকরী আল-ফুয়ুমী, আল-মিসবাহুল মুনীর (বৈরূত: আল মাকাতাবাতুল ইলমিয়্যাহ), পৃ. ২১৪; আল-মাওসুয়াতিল ফিকহিয়্যাহ আল-কুয়েতিয়া (২৭/১০২)।

(১০) আল মাওসুয়াতিল ফিকহিয়্যাহ আল-কুয়েতিয়া (২৭/১০২)।

তারাবীহ'র সালাত, রমাদ্বানের কিয়াম ও তাহাজ্জুদের সালাতের পার্থক্য

তারাবীহ'র সালাত, রমাদ্বানের কিয়াম, রাত্রের সালাত, রমাদ্বানে তাহাজ্জুদের সালাত—সবই এক, যদিও প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র নামে পরিচিত। রমাদ্বানে তারাবীহ ব্যতীত কোনো তাহাজ্জুদ নেই। কেননা কোনো সহীহ বা দুর্বল বর্ণনা দ্বারা এটি সাব্যস্ত হয়নি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমাদ্বান মাসে রাত্রে দু'ধরনের সালাত আদায় করেছেন, একটি তারাবীহ এবং অপরটি তাহাজ্জুদ। অতএব, রমাদ্বান মাস ব্যতীত অন্যান্য মাসে যেটি তাহাজ্জুদ সেটিই রমাদ্বানে তারাবীহ। এ মর্মে আবু যর রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুর হাদিসটি দলীল হিসেবে পেশ করা যায়। তিনি বলেন,

"আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামসহ রমাদ্বান মাসে সাওম পালন করেছিলাম, তখন তিনি এ মাসের সাতটি রাত অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত কোনো অংশ সালাতে দাঁড়াননি। সে সময় (২৩ তারিখের রাত) তিনি আমাদের সাথে নিয়ে রাতের এক-তৃতীয়াংশ জাগ্রত ছিলেন। তারপর অবশিষ্ট ষষ্ঠ (২৪ তারিখের রাত) জাগ্রত ছিলেন না। অতঃপর যখন অবশিষ্ট পঞ্চম রাত্রি (২৫ তারিখের রাত) এলো, তখন তিনি আমাদের নিয়ে রাত্রের অর্ধেক সময় পর্যন্ত জাগ্রত ছিলেন। তখন আমরা বললাম, হে

আল্লাহর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমরা কি এটাকে আরও বর্ধিত করতে পারি?[১১] তখন তিনি বললেন,

«إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ، كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ»

“কোনো ব্যক্তি যখন ঈমামের সাথে সালাত আদায়ে শেষ পর্যন্ত দণ্ডায়মান থাকে, তখন তার কিয়ামুল লাইল বা রাত্রি জাগরণ হয়ে যায়।”[১২] তারপর অবশিষ্ট চতুর্থ রাত্রিতেও (২৬ তারিখের রাত) তিনি জাগ্রত ছিলেন না। তারপর যখন অবশিষ্ট তৃতীয় রাত (২৭ তারিখের রাত) এলো, তখন তিনি আমাদের সাথে নিয়ে জাগ্রত রইলেন। এমনকি আমরা ফালাহ (فلاح) শেষ হয়ে যওয়ার আশংকা করলাম। আমি জিজ্ঞাস করলাম, ফালাহ কী? জবাবে তিনি বললেন, সাহরী। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি এ রাত্রিতে তাঁর পরিবার পরিজন, কন্যাগণ ও স্ত্রীগণকেও জাগিয়ে দিতেন।

উপর্যুক্ত হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম উল্লিখিত রাত্রিগুলোতে এ সালাত ব্যতীত অন্য কোনো সালাত পড়েননি। অথচ তাহাজ্জুদের সালাত তাঁর জন্য ওয়াজিব ছিল। যদি তারাবীহ’র সালাত তাহাজ্জুদের সালাতের ভিন্ন কোনো সালাত হতো তবে

---

(১১) অর্থাৎ যদি রাত্রের অর্ধেকের চেয়ে অবশিষ্ট অংশও জাগ্রত থাকার জন্য অতিরিক্ত নির্ধারণ করা হতো তবে তা ভালো হতো। অথবা অর্থ হলো—যদি আপনি আমাদের সাথে রাত্রের দীর্ঘ সময় জাগ্রত থাকতেন এবং আমাদের জন্য প্রতিদান বর্ধিত করে দেওয়া হতো যা সালাত আদায়ের মাধ্যমে অর্জিত হতো।

(১২) ইমাম আহমদ, আল- মুসনাদ, (বৈরুত: মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, লেবানন, প্রথম সংস্করণ ১৯৯৪ খ্রি.), তাহকীক; শু‘আইব আল-আরনাউত ও অন্যান্যরা (৫/১৬৩)। শাইখ শু‘আইব আল-আরনাউত বলেন, হাদীসটির সনদ মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ।

অবশ্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে সালাত আদায় করতেন।

আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আমার নিকট গ্রহণযোগ্য হলো—তারাবীহ ও রাত্রের সালাত একই সালাত, যদিও উভয়ের বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতা রয়েছে যে, তারাবীহ এ নিরবিচ্ছিন্নতা থাকে না আবার জামা'আতে আদায় করা হয়। কখনও রাত্রের প্রথমাংশে আদায় করা এবং অন্যভাবে সাহরী পর্যন্ত পৌঁছার ব্যাপারে তাহাজ্জুদ ব্যতিক্রম। কেননা তাহাজ্জুদ হলো শেষ রাত্রের সালাত।

আর বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতার ফলে ভিন্ন প্রকার মনে করা আমার নিকট ভালো মনে হয় না। বরং এগুলো একই সালাত। যদি রাত্রের প্রথমাংশে পড়া হয় তবে তাকে তারাবীহ বলে, আর শেষে পড়লে তাহাজ্জুদ বলা হয়। বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন থাকা সত্ত্বেও উভয় সালাতকে এক নামে নামকরণ করাটা বিদ'আত হবে না। কেননা নামের পরিবর্তনে কোনো সমস্যা নেই, কারণ উম্মত এতে ঐকমত্য পোষণ করেছে। আর দুই প্রকারের ব্যাখ্যা সাব্যস্ত হয়েছে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বর্ণনা থেকে যে, তিনি তারাবীহ'র সালাত আদায়ের মাধ্যমে তাহাজ্জুদ আদায় করেছেন।"[১৩]

এ বিষয়ে উমার রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুর একটি হাদীস প্রণিধানযোগ্য, তিনি বলেন,

«وَالَّتِي يَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي يَقُومُونَ»

(১৩) শাইখ আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী, ফয়জুল বারী শরহে সহীহ বুখারী (বৈরুত: দারুল মারিফাহ: লেবানন) (২/৪২০)।

“আর যা থেকে তারা ঘুমিয়ে আছে (অর্থাৎ তাহাজ্জুদ) তা তার চেয়ে উত্তম যা তারা জাগ্রত থেকে আদায় করছে।”[১৪] এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো রাতের শেষ অংশ। আর মানুষ জাগ্রত থাকত রাতের প্রথমাংশে। এ হিসেবে এসব সালাত সব এক। এখানে শুধুমাত্র শেষ রাত্রে জাগ্রত থাকাকে প্রথম রাতের চেয়ে অধিক মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।

(১৪) ইমাম বুখারী, জামে‘ সহীহ, আল মতবু মায়া ফাতহিল বারী, (কায়রো: দারু রাইয়্যান লিত্তুরাছ, প্রথম সংস্করণ, ১৪০৭ হি.) তাহকীক: মুহিবুদ্দিন আল খতীব, নম্বর মুহাম্মাদ ফুয়াদ আব্দুল বাকী, হাদীস নং ২০১০।

তারাবীহ'র সালাতের বিধান

তারাবীহ'র সালাত সুন্নত হওয়ার ব্যাপারে ফকীহগণ একমত পোষণ করেছেন। আর এটি হানাফীগণ[১৫], হাম্বলীগণ[১৬], শাফেয়ীগণ[১৭] এবং কতিপয় মালেকী[১৮]র নিকট সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ। নারী-পুরষ নির্বিশেষে সকলের জন্য সুন্নত। আর এটা প্রকাশ্য দীনের নিদর্শন।[১৯]

রমাদ্বানে কিয়ামুল লাইলের রাকাত সংখ্যা

সালাফে সালেহীন রমাদ্বান মাসে কিয়ামুল লাইলে ও বিতর সালাতের রাকাত সংখ্যা সম্পর্কে বিভিন্ন মতভেদ করেছেন। যেমন,

CWI

(১৫) আল কাসানী, বাদায়েউস সানায়ে ফী তারতীবিশ শারায়ে (বৈরুত: দারুল মারিফাহ) (১/৬২৩)।

(১৬) মুয়াফফিক উদ্দিন ইবন কুদামাহ, আল-মুগনী (কায়রো: দারুল হিজর, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৪১২ হি.), তাহকীক: আব্দুল্লাহ ইবন আবদুল মুহসিন তুর্কী ও আবদুল ফাত্তাহ মুহাম্মাদ আল-হালু (২/৬০১)।

(১৭) ড. ওহাবাতুল যুহাইলী, আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু (মিশর: দারুল ফিকর, তৃতীয় সংস্করণ, ১৪০৯ হি.) (২/৬৪, ৬৫)।

(১৮) আবুল ওলীদ মুহাম্মাদ ইবন আহমদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আহমদ ইবন রুশদ আল-কুরতুবী আল-আন্দালুসী আশ-শাহীর ইবন আল-হাফীদ, বিদায়াতুল মুজতাহিদ ওয়া নিহায়েতুল মুকতাসিদ (মিশর: দারুস-সালাম, প্রথম সংস্করণ ১৪১৬ হি.), তাহকীক: ড. আব্দুল্লাহ আল-আবাদী (১/৪৭৩)।

(১৯) আল-মাওসুয়াতুল ফিকহিয়্যা আল-কুয়েতিয়্যাহ (২৭/১০৩)।

প্রথমত: তারাবীহ'র রাকাত সংখ্যা আট। আর এটা অধিকাংশ মুহাদ্দিস ও কতিপয় প্রখ্যাত ফকীহদের মত।

দ্বিতীয়ত: তারাবীহ'র সালাত ২০ রাকাত। এ মতের প্রবক্তা হলেন ইমাম শাফেয়ী, আবু হানিফা ও আহমদ রাহিমাহুমুল্লাহ।[২০]

তৃতীয়ত: তারাবীহ'র সালাত ৩৬ রাকাত। এটি ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ'র মত।[২১]

প্রথম মতের দলীল:

১. ইমাম বুখারী ও মুসলিম আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমাদ্বান ও অন্যান্য সময়ে ১১ রাকাতের বেশি সালাত পড়েননি।[২২]

২. যাবির ইবন আবদুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে রমাদ্বান মাসে আট রাকাত তারাবীহ'র সালাত ও (বেজোড় সংখ্যায়) বিতরের সালাত পড়তাম। অতঃপর যখন আগামী দিন আমরা মসজিদে একত্রিত হলাম এবং আমরা আশা করেছিলাম তিনি (রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বের হবেন, অথচ সকাল হওয়া পর্যন্ত তিনি বের হননি। ফলে

(২০) দেখুন, ইবন কুদামাহ 'আল-মুগনী; গ্রন্থে যা বর্ণনা করেছেন (২/৬০৪)।

(২১) দেখুন, ইবন কুদামাহ 'আল-মুগনী গ্রন্থে' যা বর্ণনা করেছেন (২/৬০৪)।

(২২) ইমাম বুখারী, জামে' সহীহ (৩/৩৩), হাদীস নং ১০৯৬; অনুরূপভাবে মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক ইবন খুযাইমা, সহীহ ইবন খুযাইমা (বৈরুত: আল-মাকতাবাতুল ইসলামী, ১৩৯০ হি.), তাহকীক: ড. মুহাম্মাদ মুস্তফা আল-আযামী, আল-আহাদিস মাযিলাহ বি আহকামিল আযামী ওয়াল আলবানী আলাইহা (৩/৩৪১), হাদীস নং ১১৬৬।

আমরা তাঁর গৃহে প্রবেশ করে তাঁকে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা খুব সকাল সকাল মসজিদে একত্রিত হয়ে হয়েছিলাম এবং আশা করেছিলাম যে, আপনি আমাদের সাথে সালাত আদায় করবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

«إِنِّي خَشِيتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمْ»

"আমি ভয় করেছিলাম যে, এটি তোমাদের ওপর ফরয হয়ে যাবে।"[২৩]

৩. রাতের সালাত সংক্রান্ত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যেসব বর্ণনা পাওয়া যায় তাতে সাব্যস্ত হয়েছে যে, রাত্রে তিনি ১৩ রাকাত সালাত পড়তেন। এ বিষয়টি আরও শক্তিশালী হয়েছে বদরুদ্দীন আইনী রাহিমাহুল্লাহ'র বর্ণনায়:

আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহার বক্তব্য, "নিশ্চয় নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমাদ্বানের শেষ দশকে এমন প্রচেষ্টা চালাতেন যা তিনি অন্য সময় করতেন না"। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সংখ্যা বাড়ানো ব্যতীত রাকাত, সাজদাহ, কিয়াম, বৈঠক প্রভৃতির দীর্ঘতা। অতঃপর আল্লামা আইনী রাহিমাহুল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সালাতের রাকাত সংখ্যা সাব্যস্ত করতে সাহাবাদের নিকট হতে অনেক বর্ণনা উল্লেখ করেছেন।

---

(২৩) সুলাইমান ইবন আইয়াব আবুল কাসিম আত-তিবরানী, আর-রাওযুদ-দানী, আল-মুজামু সাগীর, (বৈরুত: আল মাকতাবুল ইসলামী, ওমান, দারু ওমান, প্রথম সংস্করণ ১৪০৫ হি.), তাহকীক: মুহাম্মাদ শাকুর মাহমুদ আল-হাজ্ব আমরীর (১/১৯০), তার সনদ যেরূপ বলেছেন আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন আহমদ ইবন উসমান আয-যাহাবী, মীযানুল ইতেদাল ফী নাকদির রিযাল, তাহকীক: আলী মুহাম্মাদ আল-বাজাওয়ী (বৈরুত: দারুল মারিফাহ) (৩/৩১১)।

সেসব বর্ণনা হতে সুস্পষ্ট হয় যে, তিনি ৮ রাকাতের বেশি সালাত পড়তেন না, তবে বিতিরের রাকাতে ইচ্ছা মাফিক কম-বেশি করতেন।[২৪] এজন্য ইবনুল হুমাম[২৫] বলেছেন, ৮ রাকাত সুন্নত, আর অবশিষ্টগুলো মুস্তাহাব।[২৬]

৪. ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইউসুফ হতে, তিনি সায়েব ইবন ইয়াযিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু উবাই ইবন কা'ব ও তামীম আদ-দারী রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমাকে লোকজন সাথে নিয়ে ১১ রাকাত সালাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। বর্ণনাকারী বলেন, এ সময় সালাতে কারী মিঈন সূরাসমূহ[২৭] তিলাওয়াত করত, আর আমরা দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকায় লাঠিতে ভর করতাম। আর আমরা বিরত হতাম না ফজর উদিত হওয়া পর্যন্ত।

আলোচ্য বর্ণনাটি মালিক রাহিমাহুল্লাহ স্বীয় গ্রন্থ মুয়াত্তায় বর্ণনা করেছেন, আর তার অনুরূপ বর্ণনা করেছেন আবদুল আযীয ইবন মুহাম্মাদ আদ-দারাওয়ারদী সাঈদ ইবন মানসূরের নিকট এবং ইয়াহইয়া ইবন সাইদ

---

(২৪) আল-আইনী, বদরুদ্দীন আহমাদ: উমদাতুল কারী শারহে সহীহুল বুখারী (বৈরুত: দারুল ফিকর), (৭/২০৪)।

(২৫) মুহাম্মাদ ইবন আবদুল ওয়াহেদ, আল কামাল ইবনুল হুম্মাম: শরহে ফাতহুল কাদীর (বৈরুত: লেবানন, দারু এহইয়াউত তুরাছিল আরাবী), (১/৩৩৪)।

(২৬) জেনে রাখা দরকার যে, মুস্তাহাব শরীয়তের হুকুম। আমাদের জানা নেই যে, মুস্তাহাব হওয়ার বিধানটি কোথায় থেকে তিনি গ্রহণ করেছেন। খুব সম্ভব তিনি পরবর্তীতে উল্লিখিত দ্বঈফ হাদীস থেকে এ বিধান গ্রহণ করেছেন।

(২৭) অর্থাৎ একশ আয়াতবিশিষ্ট সূরাসমূহ। দেখুন: শারহুন নববী 'আলা মুসলিম (বৈরূত: দারু ইহয়াইত তুরাছ, ১৩৯২ হি.), (৬/১০৭)।

আল-কাত্তান আবু বকর ইবন আবি শাইবার নিকট। আর তাদের উভয়ে একই সূত্র তথা মুহাম্মাদ ইবন ইউসুফ হতে বর্ণনা করেন। আর তিনি বলেন, ১১ রাকাত।(২৮)

শাইখ মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দিন আলবানী বলেন, অনুরূপভাবে মালিক রাহিমাহুল্লাহ'র বর্ণনা মোতাবেক বর্ণনা করেছেন ইসমাঈল ইবন উমাইয়্যাহ, উসামা ইবন যায়েদ, মুহাম্মাদ উবন ইসহাক, যা নিশাপুরী বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে ইসমাঈল ইবন জাফর আল-মাদানী ইবন খুযাইমার নিকট, সকল বর্ণনা মুহাম্মাদ ইবন ইউসুফের সাথে সংশ্লিষ্ট রয়েছে।(২৯)

উপর্যুক্ত বর্ণনাগুলোর মধ্যে যা উমার রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে এসেছে তা বিশুদ্ধতার শীর্ষে অবস্থান করছে। আর তাতেও ১১ রাকাতের বর্ণনা এসেছে।

দ্বিতীয় মতের দলীল:

এ মতের প্রবক্তাগণ মারফু হাদীস ও সাহাবাদের আছার দিয়ে দলীল দিয়েছেন। যেমন:

হাদীসে মারফু:

ইবন আবি শাইবা তার মুসান্নাফে(৩০) উল্লেখ করেছেন, আর তাবারানী তার মু'জামে কাবীরে(৩১), সাগীরে(৩২), তার থেকে বায়হাকী তার সুনানে কুবরাতে(৩৩), আবদ ইবন হুমাইদ মুন্তাখাবে(৩৪)—সকলেই ইবরাহীম ইবন

(২৮) দেখুন, নিমাওয়াই যা উল্লেখ করেছেন তাঁর আছারুস-সুনান গ্রন্থে, (মুসাওয়ারাহ, তা.বি, পৃ. ২৫০)

(২৯) শাইখ নাসিরুদ্দীন আলবানী, রিসালাতু সালাতুত তারাবীহ (রিয়াদ: মাকতাবাতুল মাআরেফ লিন-নাশারে ওয়াত তাওযী, প্রথম সংস্করণ ১৪২১, পৃ. ৫৩।

উসমান আবু শাইবা থেকে, তিনি আল-হিকাম হতে, তিনি মুকসিম হতে, তিনি আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমাদ্বানে ২০ রাকাত তারাবীহ'র সালাত ও বিতরের সালাত আদায় করতেন।

যাইলাঈ বলেন, বর্ণনাটি ইমাম আবু বকর ইবন আবু শাইবার দাদা আবু শাইবা ইবরাহীম ইবন উসমানের কারণে মা'লূল বা ত্রুটিযুক্ত। তার দুর্বলতার ব্যাপারে সকলে একমত। এছাড়াও তার বর্ণিত হাদীসটি সহীহ হাদীসের বিপরীত, যা আবু সালমাহ ইবন আবদুর রহমান হতে বর্ণিত, তিনি আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহাকে জিজ্ঞেস করলে, তিনি তাঁর (পূর্বোল্লিখিত) হাদীস বর্ণনা করেন।[৩৫]

---

(৩০) দারুত-তাজ, তাকদীম ওয়া যবত, কামাল ইউসুফ আল-হুত, প্রথম সংস্করণ ১৪০৯ হি. (বৈরুত: লেবানন) (২/৩৯৪)।

(৩১) সুলাইমান ইবন আইয়াব আবুল কাসিম আত-তিবরানী, আল-মুজামুল-কাবীর (মুসেল, মাকতাবাতুল উলূম ওয়াল হেকাম, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪০৪ হি. ১৯৮৩ খ্রী.) তাহকীক: হামদ ইবন আবদুল মাজীদ আস-সালাফী, ১১/৩৯৩)

(৩২) মু'জামুস সগীর (১/৪৪৪); দেখুন: মাজমাউয যাওয়ায়েদ (৩/১৭২)।

(৩৩) মুসনাদু আবদ ইবন হামীদ ইবন নাসর আবু মুহাম্মাদ আল-কিসী (২/৪৯৬)।

(৩৪) আবদ ইবন হামীদ ইবন নসর আবু মুহাম্মাদ আল-কিসী, আল মুন্তাখাব মিনাল মুসনাদ (কায়রো: মাকতাবাতুস সুন্নাহ, প্রথম সংস্করণ, ১৪০৮-১৯৮৮ খ্রি.), তাহকীক: সুবহী আল-বাদরী আস-সামরাই, মাহমুদ মুহাম্মাদ খলীল আস-সাঈদী, পৃ. ২১৮।

(৩৫) আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ আবু মুহাম্মাদ আল-হানাফী আয-যাইলী, নাসবুর রায়িয়া ফী তাখরীজে আহাদিসিল হিদায়াহ (মিশর: দারুল হাদীস, ১৩৫৭ হি.), তাহকীক: মুহাম্মাদ ইউসুফ বিন্নূরী (৩/১৭২)।

এ হাদীসের সব বর্ণনার মূলভিত্তি হলেন, আবু শাইবাহ ইবরাহীম ইবন উসমান আল-আবাসী আল-কূফী। আলেমগণের ঐকমত্যের ভিত্তিতে তিনি দুর্বল বর্ণনাকারী।(৩৬)

ইমাম বায়হাকী ও তাবারানী আরও স্পষ্ট করে বলেছেন, এ হাদিসটি শুধুমাত্র আবু শাইবার সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম যাহাবী তাঁর মীযানুল ই'তিদাল গ্রন্থে আবু শাইবাকে মুনকার বলেছেন। হাফিয ইবন হাজার আসকালানী রাহিমাহুল্লাহ দ্বঈফ বলেছেন। আর অন্য কোনো সনদও তিনি পাননি।(৩৭)

আছার (সাহাবীদের বর্ণনা) হলো নিম্নরূপ:

প্রথম আছার: উমার রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত

আবদুর রাযযাক তাঁর মুসান্নাফে(৩৮) দাউদ ইবন কায়স ও অন্যান্যরা মুহাম্মাদ ইবন ইউসুফ হতে তিনি সায়েব ইবন ইয়াযিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, উমার রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু রমাদ্বান মাসে মানুষকে উবাই ইবন কা'ব ও তামীম আদ-দারী রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমার নিকট একত্রিত করতেন। তারা ২১ রাকাত সালাত পড়তেন যাতে মিঈন (একশ' আয়াতবিশিষ্ট)

---

(৩৬) দেখুন: ইমাম বায়হাকী যা তার কুবরা গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন (২/৪৯৬); ইবনুল হুম্মাম ফী শরহে ফাতহুল কাদীর (১/৩২৩); ইমাম যাহাবী তার মীযানুল ইতিদালে (১/৪৭)।

(৩৭) ফাতহুল বারী (৪/২৫৪)।

(৩৮) আবদুর রাযযাক, আবু বকর আবদুর রাজ্জাক ইবন হুমাম আস-সানআনী (বৈরুত: আল-মাকতাবাতুল ইসলামী, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৪০৩ হি.), তাহকীক: হাবীবুর রহমান আল-আজামী (৪/২৬০)।

সূরাগুলো তিলাওয়াত করতেন এবং ফজর উদিত হলে সবাইকে ছেড়ে দিতেন।

এ বর্ণনাটি আবদুর রাযযাকের একক বর্ণনা। তিনি দাউদ ইবন কায়স হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবন ইউসুফ হতে বর্ণনা করেছেন। আর আব্দুর রাযযাক এ বর্ণনায় মুখতালিত। মুখতালাত বর্ণনাকারীর হুকুম হলো, ইখতিলাতের পূর্বে যাদের থেকে হাদীস গ্রহণ করা হয়েছে তা গ্রহণ করা। ইখতিলাতের পরে যাদের থেকে বর্ণিত হয়েছে তাদের বর্ণনা নেওয়া যাবে না। অথবা বিষয়টি জটিল, ফলে ইখতিলাতের আগে বা পরে তা জানা যায় না।

এখানে আব্দুর রাযযাকের মাসআলাটি তৃতীয় পর্যায়ের। বিশেষ করে নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীগণের যখন বিপরীত বর্ণনা করছেন। কেননা আব্দুর রাযযাক এ বর্ণনাটি ইখতিলাতের পূর্বে না পরে বর্ণনা করেছেন সেটা জানা যায় না। অতঃপর এ বর্ণনাটি মালিক রাহিমাহুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইউসুফ হতে বর্ণনা করেছেন। যেমনটি পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। আর সেখানেও ১১ রাকাতের বিষয়টি সুস্পষ্ট এবং তার থেকে আব্দুর রাযযাকের বর্ণনা দাউদ ইবন কায়স হতে, আর তিনি মুহাম্মাদ ইবন ইউসুফ হতে ১১ রাকাতের বর্ণনা সুস্পষ্ট হয়েছে।

কোনো সন্দেহ নেই যে, এখানে প্রথমোক্ত বর্ণনাটি সহীহ; কেননা আব্দুর রাযযাক মুখতালিত, আর তিনি বর্ণনা করেছেন দাউদ ইবন কায়স থেকে সেটি গ্রহণযোগ্য। (যখন ধারাবাহিক বর্ণনা পাওয়া যায়) তিনি বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ ইবন ইউসুফ থেকে। অথচ দাউদ ইবন কায়সের কোনো ধারাবাহিকতা নেই। এ হিসেবে উমার রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে আবদুর

রাযযাকের বর্ণিত আছারকে মুনকার বলা সহীহ। যেহেতু আবদুর রাযযাক ও দাউদ ইবন কায়সের মধ্যে কে অধিক নির্ভরযোগ্য তা নিয়ে মালিক রাহিমাহুল্লাহ মতবিরোধ করেছেন।

২. মুহাম্মাদ ইবন নসর আল মারওয়াযী রাত্রি জাগরণ বা কিয়ামুল লাইল সম্পর্কে বর্ণনা করেন[৩৯], ইমাম বায়হাকী সুনানুল কুবরা গ্রন্থে ইয়াযিদ ইবন খাসীফাহ হতে এবং তিনি সায়েব ইবন ইয়াযিদ হতে এবং তিনি উমার রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাত্রের সালাত ২০ রাকাত।[৪০]

এ বর্ণনায় ইয়াযিদ ইবন খাসীফাহ একক বর্ণনাকারী, তিনি সায়েব ইবন ইয়াযিদ হতে এবং তিনি উমার রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু হতে। আর এটি তারা যা বর্ণনা করেছেন সেটি নির্ভরযোগ্যতার দিক থেকে বিপরীতমুখী বর্ণনা রয়েছে। অতঃএব বিরোধিতার কারণে বর্ণনায় দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে। ইমাম আহমদ রাহিমাহুল্লাহ ইয়াযিদ ইবন খাসীফাহ সম্পর্কে বলেছেন যে, তিনি মুনকারুল হাদীস।[৪১] হাফেয ইবন হাজর আসকালানী ফতহুল বারী গ্রন্থের ভূমিকায় বলেন, মুনকারুল হাদীস এ শব্দটি ইমাম আহমদ ঐ ব্যক্তির জন্য ব্যবহার করেছেন, যিনি হাদীসের সাথে খুব সীমিতভাবে

---

(৩৯) আবদুর রাযযাক, আবু বকর আবদুর রাজ্জাক ইবন হুমাম আস-সানআনী (বৈরুত: আল-মাকতাবাতুল ইসলামী, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৪০৩ হি.), তাহকীক: হাবীবুর রহমান আল-আজামী (৪/২৬০), পৃ. ১৫৭।

(৪০) আবদুর রাযযাক, আবু বকর আবদুর রাজ্জাক ইবন হুমাম আস-সানআনী (বৈরুত: আল-মাকতাবাতুল ইসলামী, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৪০৩ হি.), তাহকীক: হাবীবুর রহমান আল-আজামী (২/৪৯৬)।

(৪১) মীযানুল ইতিদাল (৪/৪৩০)।

সম্পৃক্ত বা অপরিচিত। তার অবস্থার সার্বিক বিশ্লেষণ মাধ্যমে এটি বুঝা যায়। আর ইমাম মালেক ও অন্যান্য আইম্মায়ে কেরাম ইবন খাসীফাহকে হুজ্জত মনে করেন।[৪২]

যেহেতু ইয়াযিদ ইবন খাসীফাহ'র বর্ণনা সহীহ হওয়ার দিক থেকে দুর্বোধ্য ও অপ্রতুল।[৪৩] কেননা এটি নির্ভরযোগ্য বর্ণনার বিপরীত। কেননা ইবন খাসীফাহ ও মুহাম্মাদ ইবন ইউসুফ উভয়ে নির্ভরযোগ্য এবং তারা সায়েব ইবন ইয়াযিদ হতে বর্ণনা করেছেন। প্রথমে তিনি বলেছেন ২১ রাকাত, আর দ্বিতীয়বার বলেছেন ১১ রাকাত। ফলে দ্বিতীয় মতটি অগ্রাধিকার পাবে। এখানে দুটি দিক রয়েছে। যেমন,

প্রথম: কেননা তিনি তার সাথীর চেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য। এজন্য হাফেয ইবন হাজর রাহিমাহুল্লাহ ইয়াযিদ ইবন খাসীফাহ'র গুণ বর্ণনায় বলেছেন সিকাহ বা নির্ভরযোগ্য। আর মুহাম্মাদ ইবন ইউসুফের শানে বলেছেন: নির্ভরযোগ্য প্রমাণিত বা সাব্যস্ত হয়েছে।

দ্বিতীয়: অনুরূপভাবে মুহাম্মাদ ইবন ইউসুফ সায়েবের বোনের ছেলে। আর তিনি তার মামার হাদীস সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত।

মোটকথা, উপরের বর্ণনাটি ইয়াযিদ ইবন খাসীফাহ ও মুহাম্মাদ ইবন ইউসুফের মতবিরোধের মূল বর্ণনা। আর আলেমগণ ইয়াযিদ ইবন

---

(৪২) মুকাদ্দামাতুল ফাতহুল বারী, পৃ. ৪৫৩।

(৪৩) ইমাম নববী শরহে মুহাযযাব গ্রন্থে বিষয়টি আরো দৃঢ়তার সাথে উল্লেখ করেছেন। আল-মাকতাবাতুল আলামিয়্যাহ, তাহকীক: মুহাম্মাদ নাজীব আল- মুতিঈ (৩/৫২৭)।

খাসীফাহকে যঈফ বলেননি। বরং তারা মুহাম্মাদ ইবন ইউসুফের বর্ণনাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

৩. ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ তার মুয়াত্তা গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন[৪৪], ইয়াযিদ ইবন রুমান হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাবের যুগে মানুষ ২৩ রাকাত সালাত আদায় করত। আলোচ্য বর্ণনাটি মুনকাতি বা বিচ্ছিন্ন সনদে; কেননা ইয়াযিদ ইবন রুমান উমার ইবনুল খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুকে পাননি।[৪৫]

৪. ইবন আবু শাইবাহ ওকী হতে, তিনি মালিক হতে তিনি ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, উমার ইবনুল খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু এক ব্যক্তিকে ২০ রাকাত সালাত পড়তে নির্দেশ দিয়েছেন।[৪৬] এ বর্ণনাটিও বিচ্ছিন্ন বর্ণনা; কেননা ইয়াহইয়া ইবন সাইদ উমার ইবনুল খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুকে পাননি। ইবন মাদিনী বলেন, আমার জানা নেই তিনি আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু ব্যতীত অন্য কোনো সাহাবী থেকে শুনেছেন কি না।[৪৭]

(৪৪) মালিক, আল-মুয়াত্তা (১/১১৫)।

(৪৫) দেখুন, ইমাম যাইলীঈ, নাসবুর রায়িয়াহ, (২/১৫৪); উমদাতুল কারী, আঈনী (১১/১২৬)।

(৪৬) মুসান্নাফে ইবন আবি শাইবা (২/৩৯৩) (বৈরুত: দারুল ফিকর, প্রথম সংস্করণ ১৪০৪-১৯৮৪ খ্রি.) (১১/২২৩)।

(৪৭) আহমদ ইবন আলী ইবন হাজার আল-আসকালানী, তাহযীবুত তাহযীব, (বৈরুত: দারুল ফিকর, প্রথম সংস্করণ ১৪০৪-১৯৮৪ খ্রি.) (১১/২২৩)।

দ্বিতীয় আছার: উবাই ইবন কাব রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু বর্ণিত

৫. ইবন আবি শাইবাহ আব্দুল আযীয ইবন রুফাঈ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন, রমাদ্বান মাসে মদিনাতে উবাই ইবন কা'ব ২০ রাকাত সালাত আদায় করতেন এবং তিন রাকাত বিতর পড়তেন।[৪৮]

এ বর্ণনাটিও মুনকাতি বা বিচ্ছিন্ন। কেননা আব্দুল আযীয উবাই ইবন কা'ব রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুকে পাননি, তিনি রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু ১৯ হিজরীতে অথবা ৩২ হিজরীতে মারা গিয়েছেন, আর আব্দুল আযীয মারা গেছে ১৩০ হিজরীতে। তার জীবনীতে এমন কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না যে, তিনি উবাই ইবন কা'ব রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণনা করেছেন। অথচ তিনি শুধুমাত্র ছোট সাহাবী ও বড় বড় তাবেঈন থেকে বর্ণনা করেছেন।[৪৯]

তৃতীয় আছার: ইবন মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত

৬. মুহাম্মাদ ইবন নসর আল-মারওয়াযী হতে কিয়ামুল লাইল সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আ'মাশ বলেন, ইবন মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু ২০ রাকাত তারাবীহ পড়তেন এবং তিন রাকাত বিতর সালাত পড়তেন।[৫০]

---

(৪৮) ইবন আবি শাইবাহ, আল-মুসান্নাফ (২/৩৯৩)।

(৪৯) আহমদ, ইবন হাজার আল-আসকালানী, তাহযীবুত তাহযীব (হলব: দারুর রাশীদ, সিরিয়া, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪১১ হি.) অনুবাদ নং ৪০৯৫। এ হিসেবে একে চতুর্থ সংস্করণ হিসেবে গণ্য করা হয়।

(৫০) দেখুন, মুখতাসারু কিয়ামিল লাইল, পৃ. ১৪৮।

আলোচ্য বর্ণনাটিও মুনকাতি বা বিচ্ছিন্ন; কেননা আ'মাশ রাহিমাহুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুকে পাননি।[৫১]

চতুর্থ আছার: আলী রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত

৭. ইমাম বায়হাকী তার সুনানুল কুবরা গ্রন্থে আবুল হাসনা হতে বর্ণনা করেছেন যে, আলী ইবন আবু তালিব রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু মানুষকে পাঁচবার বিশ্রামের সাথে ২০ রাকাত তারাবীহ'র সালাত পড়তে নির্দেশ দিয়েছেন।[৫২]

আলোচ্য বর্ণনাটি দ্বঈফ বা দুর্বল। কেননা আবুল হাসনা একজন অপরিচিত ব্যক্তি।[৫৩]

৮. ইমাম বায়হাকী অন্য আরেকটি বর্ণনায় হাম্মাদ ইবন শু'আইব হতে এবং তিনি আতা ইবন আস-সায়েব হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি আব্দুর রহমান আস-সুলামী হতে, তিনি আলী রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণনা করেন যে, আলী রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু রমাদ্বান মাসে ক্বারীদেরকে তার কাছে ডেকে পাঠালেন, তারপর তাদের মধ্যে হতে একজনকে ২০ রাকাত তারাবীহ'র সালাত মানুষদের পড়াতে নিদের্শ দিলেন। আর তিনি (আলী রারাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু হিমাহুল্লাহ স্বয়ং) লোকদের সঙ্গে বিতর সালাত আদায় করতেন।

---

(৫১) দেখুন, তাহযীবুত তাহযীব (৪/১৯৫)।

(৫২) বায়হাকী, আস-সুনানুল কুবরা (২/১৯৭)।

(৫৩) ইবন হাজার, তাকরীব নং ৮০৫৩, অপরিচিত, সাহাবী, মীযানুল ইতিদাল (৪/৫১৫) নং ১০১০৬।

এ বর্ণনাটি দুর্বল বা দ্বঈফ; কেননা এখানে হাম্মাদ ইবন শু‘আইব দুর্বল রাবী।[৫৪]

৯. ইমাম বায়হাকী আরও বলেন, আমাদের নিকট শাতীর ইবন শাকল বর্ণনা করেছেন। আর তিনি আলী রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহুর সঙ্গী ছিলেন। নিশ্চয় তিনি রমাদ্বান মাসে ২০ রাকাত তারাবীহ ও তিন রাকাত বিতরের ইমামতি করতেন।[৫৫]

পঞ্চম আছার: সুয়াইদ ইবন গাফলাহ রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত

১০. বায়হাকী হতে বর্ণিত তিনি তার সনদে বলেন, আমার নিকট আবু যাকারিয়া ইবন আবু ইসহাক সংবাদ দিয়েছেন, তার নিকট আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইয়াকুব খবর দিয়েছেন। তিনি বলেন, আমাদের নিকট মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল ওয়াহহাব বর্ণনা করেছেন, তাকে জাফর ইবন আউন, এবং তাকে আবুল খুসাইব এ মর্মে সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি বলেন, রমাদ্বান মাসে সুয়াইদ ইবন গাফলাহ রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু আমাদের সালাতে ইমামতি করতেন এবং তিনি পাঁচ বিশ্রামে ২০ রাকাত সালাত আদায় করতেন।[৫৬]

---

(৫৪) ইবন মাঈন ও অন্যান্যরা এটাকে দ্বঈফ বলেছেন। দেখুন: আব্দুর রহমান ইবন আবি হাতিম মুহম্মাদ ইবন ইদ্রিস আবু মুহাম্মাদ আর-রাযী আত-তামীমী, আল-জারহা ওয়াত তাদীল (বৈরুত: দারু এহইয়াউত তুরাছিল আরাবী, প্রথম সংস্করণ ১৯৫২ খ্রি.), (১/১/১৪২); ইমাম বুখারী, তারীখুল কাবীর (বৈরুত: দারুল ফিকর), তাহকীক: আস-সাইয়্যেদ হাশেম নদভী (২/১/৫২)।

(৫৫) আস-সুনানুল কুবরা (২/৪৯৬)।

(৫৬) আস-সুনানুল কুবরা (২/৪৯৬)।

এ হচ্ছে রমাদ্বানে কিয়ামুল লাইল হিসেবে ২০ রাকাত তারাবীহ সালাতকে সুস্পষ্ট প্রমাণ করার ক্ষেত্রে মৌলিক বর্ণনা। কিন্তু বর্ণানাকারীগণের জীবনী পাঠে জানা যায় যে, তাদের কেউ কেউ মুনকার, আবার কারো বর্ণনা দ্বঈফ, কেউ কেউ মুনকাতি। তবে অধিক সংখ্যক সাহাবীর বর্ণনা হওয়ায় বুঝা যায় যে, এ বর্ণনাটির একটি মৌলিকত্ব রয়েছে। আর এটাও জানা যায় যে, তাদের নিকট ২০ রাকাত সালাত প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল।

অতঃপর উপর্যুক্ত বক্তব্য প্রদানকারীগণ আরও দলীল হিসেবে যেটি উপস্থাপন করেন তা হলো—এ সকল আছারের অনুসরণে হারামাইন শরীফাইন তথা মক্কা-মদিনা সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত ২০ রাকাত তারাবীহ'র সালাত আদায় করে আসছেন।[৫৭]

তৃতীয় মতের দলীল:

উল্লেখ করা হয়েছে যে, মদিনাবাসীগণ এমনটি করে থাকেন। অর্থাৎ তারা ৩৬ রাকাত তারাবীহ সালাত পড়েন। কারণ তারা জেনেছেন যে, মক্কাবাসীগণ প্রত্যেক বিশ্রামের সময় কাবার এক তাওয়াফ করে এবং দুই রাকাত সালাত আদায় করেন। তবে পঞ্চমবার বিশ্রামের পর আর তাওয়াফ করা হয় না। ফলে মদিনাবাসীগণ তাদের অনুরূপ হতে প্রত্যেক তাওয়াফের স্থলে চার রাকাত সালাত পড়তেন। এ হিসেবে তারাবীহ'র সালাতের রাকাতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৩৬ রাকাতে।[৫৮]

---

(৫৭) আতীয়া মুহাম্মাদ সালেম, কিতাবুল মাতে, আত-তারাবীহ আকছার মিন আলফে আম মাকতাবাতুত দার, মদীনা মুনাওয়ারাহ।

(৫৮) শারহুল মুহাযযাব (৩/৫২৭)।

মুহাম্মাদ ইবন নসর দাউদ ইবন কায়সের বরাতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন, আবান ইবন উসমান ও উমার ইবন আব্দুল আযীযের শাসনামলে মদিনায় আমি মানুষদেরকে ৩৬ রাকাত তারাবীহ'র সালাত আদায় করতে দেখেছি। আর তারা তিন রাকাত বিতর পড়তেন।[৫৯]

ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমাদের নিকট এটি অনেক প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে।

আলোচ্য মাসআলায় অন্যান্য বক্তব্যসমূহ:

তারাবীহ'র রাকাতের ব্যাপারে অধিক সংখ্যা যা বর্ণিত হয়েছে, তা হচ্ছে, বিতরসহ তারাবীহ'র সালাত ৪১ রাকাত।

ইবন আবি শাইবাহ হাসান ইবন উবাইদিল্লাহ হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আব্দুর রহমান ইবনুল আসওয়াদ আমাদের সাথে রমাদ্বান মাসে ৪০ রাকাত তারাবীহ এবং সাত রাকাত বিতর সালাত পড়েছেন।[৬০]

ইবন আব্দুল বার রাহিমাহুল্লাহ আসওয়াদ ইবন ইয়াযিদ হতে বর্ণনা করেছেন ৪০ রাকাত তারাবীহ ও সাত রাকাত বিতর।[৬১]

(৫৯) মুখতাসারু কিয়ামিল লাইল, পৃ. ১৪৯।

(৬০) ইবন আবি শাইবাহ, আল-মুসান্নাফ (২/১৬৩), নং ৭৬৮৭।

(৬১) আবু উমার ইউসুফ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন আব্দুল বির আন-নামিরী, আল-ইস্তিযকার (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, প্রথম সংস্করণ, ১৪২১হি., ২০০০ খ্রি.), তাহকীক: সালেম মুহাম্মাদ আতা, মুহাম্মাদ আল মুয়াওয়্যায (২/৭০)।

নাফে রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মানুষকে ৩৯ রাকাত সালাত পড়তে দেখেছি[৬২]। তন্মধ্যে তারা তিন রাকাত বিতর সালাত পড়তেন।

যারারাহ ইবন আওফা হতে বর্ণিত, তিনি বসরাতে ৩৪ রাকাত তারাবীহ পড়তেন, তারপর বিতর সালাত পড়তেন। সাঈদ ইবন জুবায়ের হতে বর্ণিত, তারাবীহ'র সালাত ২৪ রাকাত। কেউ কেউ বলেন, বিতর ব্যতীত ১৬ রাকাত।[৬৩]

সালেহ মাওলা তাওয়ামাহ বলেন, আমি মানুষদেরকে ৪১ রাকাত তারাবীহ'র সালাত পড়তে দেখেছি, তন্মধ্যে পাঁচ রাকাত বিতর ছিল।

মোদ্দাকথা, হাফেয ইবন হাজার আসকালানী রাহিমাহুল্লাহ উপর্যুক্ত বর্ণনাসমূহ উল্লেখের পর বলেন, ইবন ইসহাক বলেছেন, "আর আমি যা শুনেছি তন্মধ্যে এটি সবচেয়ে বেশি প্রমাণিত বর্ণনা। (অর্থাৎ মুহাম্মাদ ইবন ইউসুফের বর্ণনা, যা তিনি সায়েব ইবন ইয়াযিদ হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমরা উমার রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুর যুগে রমাদ্বান মাসে ১৩ রাকাত তারাবীহ'র সালাত পড়তাম) আর এটি রাত্রে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সালাতের বর্ণনা সংক্রান্ত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহার হাদীসের অনুরূপ।[৬৪]

---

(৬২) আবু উমার ইউসুফ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন আব্দুল বির আন-নামিরী, আল-ইস্তিযকার (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, প্রথম সংস্করণ, ১৪২১হি., ২০০০ খ্রি.), তাহকীক: সালেম মুহাম্মাদ আতা, মুহাম্মাদ আল মুয়াওয়্যায (২/৭০)।

(৬৩) ইবন হাজার আসকালানী, ফতহুল বারী, প্রাগুক্ত (৪/২৫৪)।

(৬৪) ইবন হাজার আসকালানী, ফতহুল বারী (৪/২৯৯)।

আলোচ্য মাসআলাটি ব্যাপক, আর আলেমগণ এ বিষয়ে মতভেদ করেছেন, আর কঠোরতা আরওপ ব্যতীত মাসআলাটি বর্ণনা করেছেন। যেমন,

মালিক রাহিমাহুল্লাহ দাউদ ইবন হুসাইন থেকে যা বর্ণনা করেছেন, তিনি আল আরাজ কে বলতে শুনেছেন তিনি বলেন, রমাদ্বান মাসে মানুষকে কাফেরদের অভিসম্পাত দেওয়া অবস্থায় পেয়েছি। বর্ণনাকারী বলেন, আট রাকাতে ক্কারী সাহেব সূরা বাকারাহ পাঠ করত। অতঃপর যখন বার রাকাত পড়তে যেতেন, তখন মানুষ মনে করত যে, (কিরাআত) হাল্কা করা হয়েছে।(৬৫)

এ বর্ণনা থেকে আমরা জানতে পারি যে, তারা কখনো কখনো আট রাকাত তারাবীহ'র সালাত পড়তেন, আবার কখনো কখনো ১২ রাকাত পড়তেন, আর এটি তাদের নিকট স্বাভাবিক ছিল।

ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ৩৬ রাকাত বিষয়টি উপর্যুক্ত বিষয়ের ওপর র্নিভর করে শত বছরের বেশি সময় ধরে চলে আসছে। আর এ বিষয়ে কোনো সংর্কীণতা নেই।(৬৬)

ইমাম শাফেয়ী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি মদিনাতে মানুষকে ৩৯ রাকাত এবং মক্কায় ২৩ রাকাত পড়তে দেখেছি। এ থেকে এখানে আর কোনো কিছু সংকীর্ণ নেই।

---

(৬৫) ইমাম মালিক, আল-মুয়াত্তা (১/১১৫), নং (২৫৩); আব্দুর রাযযাক, আল-মুসান্নাফ (৪/২৬২), নং (৭৭৩৪)।

(৬৬) ইনব হাজার, ফতহুল বারী (৪/২৫৩)।

তার থেকে আরও বর্ণিত আছে যে, যদি কিয়াম দীর্ঘ হয়, সাজদাহ কম হয় তবে তা ভালো। আবার যদি সাজদাহ বেশি হয় এবং কিরাআত সহজ হয় তাও উত্তম। তবে প্রথমটি আমার নিকট বেশি প্রিয়।(৬৭)

ইমাম তিরমিযী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আলেমগণ রমাদ্বান মাসে কিয়ামুল লাইল সম্পর্কে মতবিরোধ করেছেন। ফলে তাদের কারো কারো অভিমত বিতরসহ ৪১ রাকাত, আর এটি মদিনাবাসীর বক্তব্য এবং মদিনায় এটির ওপর আমল হয় বেশি। তবে অধিকাংশ আলেম যারা উমার ও আলী রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহুমা সহ অন্যান্য সাহাবীদের হতে ২০ রাকাত সালাত বর্ণনা করেছেন; তাদের মধ্যে সুফিয়ান সাওরী, ইবনুল মুবারক, শাফেয়ী রাহিমাহুমুল্লাহ অন্যতম। শাফেয়ী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আর অনুরূপ সংখ্যা আমি আমার শহর মক্কায় পেয়েছি। তারা ২০ রাকাত সালাত আদায় করে। ইমাম আহমদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, এ বিষয়ে অনেক মতবিরোধ রয়েছে। আর তিনি এ বিষয়ে কোনো সুরাহা করেননি। ইসহাক রাহিমাহুল্লাহ বলেন, বরং আমরা ৪১ রাকাত গ্রহণ করব যা উবাই ইবন কা‘ব রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম বাইহাকী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, উভয় বর্ণনার মধ্যে এভাবে সমন্বয় করা সম্ভব যে, তারা সাধারণত ১১ রাকাত আদায় করতেন, পরে ২০ রাকাত পড়তেন এবং তিন রাকাতের বিতর পড়তেন। আল্লাহই অধিক জানেন।(৬৮)

---

(৬৭) ইবন হাজার, ফতহুল বারী (৪/২৯৮)।

(৬৮) ইমাম বাইহাকী, আস-সুনানুল কুবরা (২/৪৯৬)।

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, বর্ণনাগুলোর পারস্পরিক বৈপরিত্য ও সেগুলোর মাঝে সমন্বয় করতে গিয়ে বলা যায়, রাকাত সংখ্যা কম বা বেশি হতে পারে দণ্ডায়মানের দীর্ঘতা ও স্বল্পতার ওপর নির্ভর করে। তিনি বলেন, উত্তম হলো মুসল্লীদের সিদ্ধান্ত বা পারিপার্শ্বিকতা যদি তাদের দীঘ সময় দণ্ডায়মান থেকে ১০ রাকাত তারাবীহ ও তিন রাকাত বিতর সালাত আদায় করা সম্ভব হয় যেমনটি নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও অন্যান্যরা রমাদ্বানে আদায় করেছেন, তবে সেটিই উত্তম। আর যদি মুসল্লীরা সেটা করতে সমর্থ না হয় তবে ২০ রাকাত পড়া উত্তম। আর এটির ওপরই অধিকাংশ মুসলিম আমল করে থাকেন। কেননা ২০ সংখ্যাটি দশ ও ৪০ এর মাঝামাঝি। আর যদি কেউ ৪০ রাকাত বা অন্য কিছু পড়ে তবে তাও জায়েয। এখানে মাকরূহ হওয়ার কিছু নেই। আর যে ব্যক্তি এ ধারণা করে যে, রমাদ্বানে কিয়ামুল লাইলে রাকাতের সংখ্যা নির্দিষ্ট, তাতে কম-বেশি করা যাবে না, তাহলে তিনি ভুল করেছেন।(৬৯)

শাইখ আব্দুর রহমান ইবন জিবরীন বলেন, শাইখুল ইসলামের বক্তব্য থেকে আমরা জানতে পারি, কিয়ামুল লাইল সময়সীমার সাথে নির্দিষ্ট, রাকাতের সংখ্যার সাথে নয়। আর নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ১১ রাকাত পড়তেন পাঁচ ঘন্টা সময় ধরে। মাঝে-মাঝে সারা রাত ব্যাপী। এমন কি সাহরীর সময় শেষ হয়ে যাওয়ার আশংকা হয়ে যেত। আর এটি

---

(৬৯) শাইখুল ইসলাম আহমদ ইবন আবদুল হালীম ইবন আব্দুস সালাম ইবন তাইমিয়্যাহ, মাজমুউল ফাতাওয়া, মুহাম্মাদ মালেক ফাহাদ, আল মাসহাফ আশ-শরীফ সৌদি আরব: ওয়াযারাতুল শুয়ুনিল ইসলামিয়্যাহ, ১৪১৬ হি. (২৩/১১৩)।

দণ্ডায়মানের দীর্ঘতাকে বুঝায় যাতে এক রাকাতে চল্লিশ মিনিট সময় লাগে। আর সাহাবায়ে কেরাম তা করতেন। কারণ, তারা দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকার জন্য লাঠির উপর ভর করতেন। অতঃপর যখন দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকা ও অন্যান্য রুকনগুলো তাদের নিকট কষ্টকর মনে হলো, তখন তারা সহজ করে নিলেন, তারা রাকাতের সংখ্যা বৃদ্ধি করলেন, শেষ পর্যন্ত সারা রাত অথবা রাতের অধিকাংশ সময় তারা সালাতে মশগুল থাকতেন। এটা হলো সাহাবীগণের সুন্নত, সহজ করে আরকান আদায় করার সাথে অধিক রাকাত সালাত আদায় অথবা দীর্ঘ সময় রুকন আদায়ে ব্যয় করার পাশাপাশি কম সংখ্যক রাকাত সালাত আদায় করা। তবে তাদের কেউ একে অপরের বিরোধিতা করেননি। সুতরাং তাদের প্রত্যেকেই হকের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং সকলে এমন ইবাদত করতেন যাতে কবুল ও বহুগুণ বৃদ্ধির প্রত্যাশা করা যায়।[৭০]

হাফেয ইবন হাজার আসকালানী রাহিমাহুল্লাহ উপর্যুক্ত বর্ণনাসমূহের সমন্বয় সাধনে বলেন, মানুষের প্রয়োজন ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার ওপর নির্ভর করে বর্ণনা ও সংখ্যার ভিন্নতা। ফলে মাঝে মাঝে তারা ১১ রাকাত পড়তেন। কখনো কখনো ২১ রাকাত, মাঝে মধ্যে ২৩ রাকাত মানুষের শক্তি উদ্যমের ভিত্তিতে পড়া হতো। যখন তারা ১১ রাকাত পড়তেন, তখন তারা দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে কিরাআত পড়তেন, এমনকি দীর্ঘ দাঁড়িয়ে থাকার সুবিধার্থে লাঠিতে ভর দিতেন। আর যখন ২৩ রাকাত পড়তেন, তখন দাঁড়িয়ে

(৭০) ইবন জিবরীন, ফাতাওয়া আস-সিয়াম, (রিয়াদ: দারু ইবন খুযাইমাহ, ১৪২০ হি.), পৃ. ১৪২-১৪৪।

থাকাটা সহজ করতেন, অর্থ্যাৎ কিরাআতকে ছোট করে পড়তেন। যাতে করে এটা মানুষের জন্য কষ্টকর না হয়।

তিনি আরও বলেন, উপর্যুক্ত বর্ণনাসমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান এভাবে সম্ভব যে, তা অবস্থার ভিন্নতার কারণে হয়ে থাকবে। আর সম্ভবত এ মতবিরোধটি কিরাআত দীর্ঘ ও সহজ হওয়ার দিক থেকে হতে পারে। ফলে দীর্ঘ কিরাআতে রাকাত সংখ্যা কমবে এবং সহজ কিরাআতে রাকাত সংখ্যা বাড়বে।[৭১]

শাইখ ইবন জিবরীন বলেন, সে যুগে ১৩ রাকাত তারাবীহ'র সালাত আদায় করা হতো। আর তারা কিরাআত এমন দীর্ঘ করতেন যে, ১২ রাকাতের মধ্যে তারা সূরা বাকারাহ শেষ করতেন, মাঝে মাঝে আট রাকাতের মধ্যে। এ কারণে যে, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সালাতের সংখ্যা নির্দিষ্ট করেননি। ফলে এ বিষয়টি অত্যন্ত ব্যাপক। যদি কেউ ইচ্ছা করে তবে রাকাত সংখ্যা কম করে রুকনসমূহ দীর্ঘ করবে, আর ইচ্ছা করলে রাকাতের সংখ্যা বাড়িয়ে রুকনসমূহ সহজ করতে পারে।[৭২]

শাইখ সালেহ আল-উসাইমীন রাহিমাহুল্লাহ বলেন, এর রাকাত সংখ্যা ১১ অথবা ১৩। কেননা বিভিন্ন মাধ্যমে সালাফে সালেহীন থেকে কম বা বেশির বর্ণনা এসেছে। অথচ কেউ এতে বিরোধিতা করেননি। সুতরাং যদি কেউ বৃদ্ধি করে তাও অস্বীকার করা হবে না। আর যে ব্যক্তি উপর্যুক্ত সংখ্যায় সীমাবদ্ধ করবে তবে তা উত্তম। এছাড়াও হাদিসে এসেছে, সংখ্যা বেশি

(৭১) ইবন হাজার, ফতহুল বারী (৪/২৯৮)।

(৭২) ইবন জিবরীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৫।

করার ব্যপারে কোনো অসুবিধা নেই। সহীহ বুখারী ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে ইবন উমার রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, কোনো এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেসা করেছিল রাতের সালাত সম্পর্কে, তখন তিনি বললেন,

«مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى»

“দুই দুই রাকাত। যদি কেউ সকাল হয়ে যাওয়ার আশংকা করে তাহলে এক রাকাত পড়বে। সেই এক রাকাত যা সে পড়েছে সেটাকে বিতর বা বেজোড় সালাতে পরিগণিত করবে।”(৭৩)

সুতরাং নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের সালাতের সংখ্যা নির্দিষ্ট করে দেননি।(৭৪)

শাইখ মুহাম্মাদ ইবন সালেহ আল-উসাইমীনকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল: যখন কোনো ব্যক্তি ইমামের পিছনে সালাত আদায় করবে, আর তিনি ১১ রাকাতের বেশি পড়ছেন, তখন ইমামের অনুসরণ করবে নাকি কিয়াম থেকে ফিরে আসবে? জবাবে তিনি বলেন, সুন্নত হলো ইমামের অনুসরণ করা। কেননা যদি সে ইমামের সালাত সম্পন্ন হওয়ার পূর্বে ফিরে আসে, তবে তার কিয়ামুল লাইলের সওয়াব মিলবে না। কেননা এ মর্মে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

---

(৭৩) ইমাম বুখারী, জামে‘ সহীহ, হাদীস নং ৪৭৩; ইমাম মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং ৭৪৯।

(৭৪) ইবন উসাইমীন, আল-ফাতাওয়া, কিতাবুদ দাওয়াত, (রিয়াদ: মুয়াসসাসাতুত দাওয়াহ আল-ইসলামিয়া আস-সহীফাহ, প্রথম সংস্করণ, ১৪১৪ হি.), (১/১৯১-১৯২)।

«إِنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ»

“যে ব্যক্তি ইমামের সাথে শেষ পর্যন্ত সালাত আদায় করে তার কিয়ামুল লাইল লিপিবদ্ধ করা হয়।”(৭৫)

কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর এ কথা দ্বারা ইমামের অনুসরণ তথা বাকী সালাতেও ইমামের সাথে থাকার ব্যাপারে উৎসাহ দেওয়ার জন্য বলেছেন। আর যখন সাহাবীগণ (কোনো কোনো ফরয সালাতে) এক রাকাত অতিরিক্ত করার পরও ইমামের অনুসরণ করেছিলেন, তাহলে ভিন্ন ভিন্নভাবে আদায় করা যায় এমন সালাত আদায়ের সময়ে তাদের জন্য ইমামের অনুসরণে কি সমস্যা হবে?

সাহাবীগণ এক সালাতে শরয়ী বিধানে অতিরিক্ত বৃদ্ধি করার পরও তাদের ইমামের অনুসরণ করেছেন। আর এটি আমীরুল মুমিনীন উসমান ইবন আফফান রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি হজের সময় মিনাতে সালাত সম্পন্ন করতেন অর্থাৎ চার রাকাত পড়তেন। অথচ নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু, উমার রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু এমনকি উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহুর প্রথম আট বছর এভাবে অতিবাহিত হলো যে, তারা সবাই দু’ রাকাত পড়তেন। তারপর তিনি (উসমান) চার রাকাত পড়েন। সাহাবীগণ তার এ মতটি অস্বীকার করলেন, তবুও তাকে অনুসরণ করে তারা চার রাকাত সালাত পড়েন। যদি ইমামের অনুসরণের প্রতি গুরুত্ব দেওয়াই হয় সাহাবীদের প্রদর্শিত পথ, তবে আমরা যাদেরকে দেখি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ১১ রাকাত পড়তেন

(৭৫) ইমাম তিরমিযী, জামে‘ তিরমিযী, হাদীস নং ৮০৬।

তা থেকে ইমাম বৃদ্ধি করে পড়লে তারা সালাতের মধ্যে ইমামের পিছন থেকে সরে পড়ে; যেমনটি আজকাল কিছু মানুষ 'এগার রাকাতই শরয়ী হুকুম'—এই অজুহাতে ইমামের সালাত শেষ হওয়ার আগেই সরে পড়ে। আমরা বলব, অথচ শরীয়তের দৃষ্টিতে ইমামের অনুসরণ করাই অধিক ওয়াজিব।(৭৬)

শাইখ ইবন জিবরীন এরূপ মাসআলায় বলেন, ইমাম আহমদ রাহিমাহুল্লাহ ইমামের সাথে সালাত আদায় করতেন, তিনি তার পিছন থেকে সরে যেতেন না।(৭৭)

সমাপ্ত

(৭৬) ইবনুল উসাইমীন, প্রাগুক্ত (১/১৯৪-১৯৬)।

(৭৭) ইবন জিবরীন, ফাতাওয়া আস-সিয়াম, পৃ. ১৪৪-১৪৫।